এই ব্যবস্থার ফলে বাংলার সমাজ ও জনজীবনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। (ক) দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির আর্থিক শোষণ চরমে পৌঁছয়। দেওয়ানি লাভের পূর্বে ১৭৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এর এক বছর পর ১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি পেয়ে কোম্পানি আদায় করে প্রায় তার দ্বিগুণ—২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। (খ) পূর্বে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত না। দেওয়ানি লাভের পর বেশি রাজস্বের লোভে সর্বোচ্চ হারে প্রতি বছর জমি ইজারা দেওয়া শুরু হয়। ইজারাদাররা কৃষকের ওপর চড়া হারে কর ধার্য করত এবং অক্ষম কৃষকদের

Scanned with CamScanner

উচ্ছেদ করা হত। (গ) পূর্বে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে অর্থ আসত। দেওয়ানি লাভের পর থেকে ভারতে অর্থ পাঠানো বন্ধ হয় এবং বাংলার রাজস্বেই পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। সেই পণ্য বিক্রি করে যে লাভ হত তা ইংল্যাণ্ডে জমা পড়তে থাকে—ভারতে নয়। (ঘ) লবণ, সুপারি, তামাক ও অন্যান্য কিছু পণ্যের ওপর কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বিনাশুল্কে একচেটিয়া বাণিজ্য শুরু হয়। সমকালীন ঐতিহাসিক *গোলাম হোসেন* লিখছেন যে, বাণিজ্যের কোনও শাখাই আর উন্মুক্ত নয়—সব শাখাই হয় কোম্পানি বা তার কর্মচারীরা দখল করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে দেশীয় বণিকরা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দ্রব্যমূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক *র‍্যামসে ম্যুর* বলেন যে, জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধির জন্য দায়ী ছিল কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন লাভের আকাঙ্ক্ষা। (ঙ) কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের কাছে বাংলা অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। *ক্লাইভ* নিজেই বলছেন—"আমি শুধু এটুকুই বলছি যে, পৃথিবীর আর কোনও দেশে এত অরাজকতা, বিভ্রান্তি, ঘুষ, দুর্নীতি এবং উৎপীড়ন-শোষণের ঘটনা কেউ শোনে নি বা দেখে নি—যতটুকুর লীলাক্ষেত্র হয়েছিল এই বাংলাদেশে। এত বিপুল সম্পদ এত অবৈধ উপায়ে এত উন্মত্ত লালসার প্রেরণায় আর কোনও দেশ থেকে লুণ্ঠিত হয় নি। ..... স্বয়ং নবাব থেকে শুরু করে ছোট ছোট জমিদার কারও ওদের উৎপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না।" *জর্জ কর্নওয়াল* পার্লামেন্টে সাক্ষ্যদানের সময় বলেন যে, "আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথা জানাতে চাই যে, ১৭৬৫-৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অপেক্ষা বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, বেশি ভণ্ড, বেশি অত্যাচারী ও লুণ্ঠন-প্রবৃত্তির তথাকথিত সভ্য সরকার পৃথিবীর বুকে আর দেখা যায় নি।" (চ) কোম্পানির কর্মচারী *বেচার* ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে লিখছেন যে, "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই সুন্দর দেশ, যা সর্বাপেক্ষা অত্যাচার ও যথেচ্ছ শাসনব্যবস্থার মধ্যেও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল, তা ক্রমশ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে।" কোম্পানির কর্মচারী *বোল্টস্* লিখছেন যে, কোম্পানির কর্মচারীদের নির্যাতন ও দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছিল। আসলে কোম্পানির 'নায়েব-দেওয়ান' ও কর্মচারীরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত ছিলেন এবং নবাব ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম। ঐতিহাসিক *কে* (Key) বলেন, "দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে আরও বিশৃঙ্খল এবং দুর্নীতিকে আরও দুর্নীতিগ্রস্থ করে তোলে।"[১] (ছ) এ সময়েই বাংলার বুকে দেখা দেয় *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর*-এর বিভীষিকা (বাংলা ১১৭৬ এবং ইংরেজি ১৭৭০ খ্রিঃ)। মানুষের ইতিহাসে এমন লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের কথা আর কখনও শোনা যায় নি। এর ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অনাবৃষ্টির কারণে শস্যহানিতে এই দুর্ভিক্ষের সূচনা হলেও কোম্পানির শাসননীতিই এই দুর্ভিক্ষকে সর্বগ্রাসী ও ব্যাপক করে তোলে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে

১. "The dual administration made confusion more confounded and corruption more corrupt."—Key.

Scanned with CamScanner

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা' রদ করেন এবং কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানির কার্যভার গ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner